যায়যায়দিন

তারিখ 18 MAR 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৩

ভর্তি নিয়ে ছাত্রনেতাদের চাপ

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষের পলায়ন

কুষ্টিয়া সংবাদদাতা

ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে ছাত্রনেতাদের চাপের মুখে পালিয়েছেন কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ। মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত ছাত্রনেতারা অবরুদ্ধ করে রাখে এলপিআরে থাকা উপাধ্যক্ষ, ভর্তি কমিটির আহ্বায়কসহ ৯ সদস্যকে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ছিঁড়ে ফেলে ভর্তির জন্য মনোনীত ছাত্রছাত্রীদের তালিকা। সূত্র জানায়, সোমবার মধ্যরাত পর্যন্ত কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যক্ষ কলেজের ৯টি বিভাগের জন্য ২০০ শিক্ষার্থীকে অনার্সে ভর্তির জন্য মনোনীত করেন। ভোররাতে অধ্যক্ষ কলেজ ছেড়ে পালিয়ে যান। সকালে তালিকা টানানো হলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তা ছিঁড়ে ফেলে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, পর্যাপ্ত আসন থাকার পরও অধ্যক্ষ কাদের হসাইন চৌধুরী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। তবে কলেজ প্রশাসন জানিয়েছে, ছাত্রলীগ ভর্তি বাণিজ্যের দাবিতে ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। একটি সূত্রে জানা গেছে, ভর্তি কমিটি ছাত্রলীগসহ অন্যান্য সংগঠনের কাছ থেকে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীদের তালিকা নেয়। সেই তালিকা থেকে কিছু শিক্ষার্থী এবং কলেজের কতিপয় শিক্ষকের সুপারিশে কিছু ছাত্রছাত্রীকে ভর্তির জন্য মনোনীত করে তা তালিকা

কুষ্টিয়া সরকারি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আকারে প্রকাশ করে। ছাত্রলীগের তালিকার অধিকাংশেরা মনোনীত না হওয়ায় তারা ক্ষুব্ধ হয়। ছাত্রলীগের কলেজ শাখার নেতাকর্মী ও বহিরাগত ক্যাডাররা ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক পরিতোষ কুমার কর্মকার, উপাধ্যক্ষ গোলাম মোস্তফাসহ ভর্তি কমিটির অন্য সদস্যদের অবরুদ্ধ করে রাখে। ভর্তি কমিটির সদস্যরা অবরুদ্ধ অবস্থায় দফা দফায় বৈঠক করে অধ্যক্ষ কলেজে ফিরে না আসা পর্যন্ত ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ রাখার ঘোষণা দেন। এ নিয়ে কলেজে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা বলছেন, অধ্যক্ষসহ অনেক শিক্ষক মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে ভর্তির জন্য অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে মনোনীত করেছে। কলেজ প্রশাসন থেকে অধ্যক্ষ কাদের হসাইন চৌধুরী কলেজে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে বলা হয়েছে, তিনি অফিসিয়াল কাজে খুলনায় গিয়েছেন। এ ব্যাপারে কথা বলার জন্য অধ্যক্ষের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক পরিতোষ কুমার কর্মকার জানান, ভর্তি বাণিজ্য করা নেতাদের চাহিদা তারা পূরণ করতে না পারায় ছাত্রনেতারা হট্টগোল করার চেষ্টা করছে।